বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায়
ইসলামী আইন
প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায় ইসলামী আইন
প্রথম খণ্ড

বি আই এল আর এল এ সি-১৮

ISBN : 978-984-91686-5-2

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৭

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ইলয়াস হোসাইন

মুদ্রণ
মারজান প্রিন্টিং প্রেস

দাম ঃ ৫৫০ টাকা US $ 25

Bishwakhata Monishider Rochonay Islami ain, Vol-1. Written by a Group of Scholar. Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed by Marzan Printing Press, Magbazar, Dhaka, Price : Tk. 550 US $ 25

যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ এ গ্রন্থ

১. ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)
২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.)
৩. ডেভিড সানতিলানা (১৮৫৫-১৯৩১ খ্রি.)
৪. ড. মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)
৫. ড. আব্দুল কাদের আওদাহ (১৯০৬-১৯৫৪ খ্রি.)
৬. ডক্টর এস এস ওনার (১৮৯৭-১৯৭২ খ্রি.)
৭. প্রফেসর মুহাম্মদ আবু যাহরা (১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.)
৮. মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রি.)
৯. মুফতি মুহাম্মদ শফী (১৮৯৭-১৯৭৬ খ্রি.)
১০. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (১৮৯২-১৯৭৭ খ্রি.)
১১. মাওলানা সাইয়্যেদ আবু হুমায়রা (১৯০৩-১৯৭৯ খ্রি.)
১২. ড. ইশতিয়াক হাসান কুরায়শী (১৯০৩-১৯৮১ খ্রি.)
১৩. প্রফেসর স্যার জর্জ হোয়াইটক্রস প্যাটন (১৯০২-১৯৮৫ খ্রি.)
১৪. ড. সুবহি রজব মাহ্মাসানি (১৯০৯-১৯৮৬ খ্রি.)
১৫. আল্লাহ বখ্শ কে ব্রোহী (১৯১৫-১৯৮৭ খ্রি.)
১৬. মাওলানা যাফর আহমদ আনসারী (১৯০৮-১৯৯১ খ্রি.)
১৭. মাওলানা তাকী আমিনী (১৯২৬-১৯৯১ খ্রি.)
১৮. মাওলানা খলিল আহমদ হামেদী (১৯২৯-১৯৯৪ খ্রি.)
১৯. আমিন আহসান ইসলাহী (১৯০৪-১৯৯৭ খ্রি.)
২০. আলফ্রেড ডেনিং (১৮৯৯-১৯৯৯ খ্রি.)
২১. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী (১৯১৪-১৯৯৯ খ্রি.)
২২. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ (১৯০৮-২০০২ খ্রি.)
২৩. প্রফেসর মুস্তফা আহমদ যারকা (১৯০৪-২০০৪ খ্রি.)
২৪. মারুফ আদ-দাওয়ালিবি (১৯০১-২০০৪ খ্রি.)
২৫. মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদবী (১৯১৮-২০০৬ খ্রি.)
২৬. মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান (১৯১৩-২০০৭ খ্রি.)
২৭. প্রফেসর আবসার আলম (১৯৩১ খ্রি.)
২৮. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ (১৯৩২ খ্রি.)
২৯. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ইসলাহী
৩০. মাওলানা আলী মুহাম্মদ
৩১. ডক্টর সি এ নালিনিও
৩২. ড. মুহাম্মদ রফি‘উদ্দিন
৩৩. হামীদুল্লাহ সিদ্দিকী
৩৪. ইবনে নজীর

বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায়

ইসলামী আইন

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ করেছেন যাঁরা–

✡ সৈয়্যেদ মোহাম্মদ জহীরুল হক	গবেষক, অনুবাদক, সাংবাদিক
✡ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	গবেষক, অনুবাদক, শিক্ষাবিদ
✡ মুহাম্মদ যুবায়ের	মুহাদ্দিস, গবেষক, অনুবাদক
✡ শহীদুল ইসলাম	সম্পাদক, গবেষক, অনুবাদক
✡ কাজী মুহাম্মদ হানিফ	মুফতী, গবেষক, অনুবাদক
✡ মুহিউদ্দীন কাসেমী	মুফতী, গবেষক, অনুবাদক
✡ আব্দুল আউয়াল	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
✡ নাজিদ সালমান	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
✡ তাওহীদুল হক	মুফতী, অনুবাদক

সম্পাদনা পরিষদ

✡ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	সভাপতি
✡ কাজী মুহাম্মদ হানিফ	সদস্য
✡ শরীফ মুহাম্মদ	সদস্য
✡ মুহাম্মদ রাশেদ	সদস্য
✡ শহীদুল ইসলাম	সদস্য সচিব

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে "বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায় ইসলামী আইন" শীর্ষক দুখণ্ডের রচনাবলি ছাপার কাছ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকাশনার এই শুভলগ্নে এ কাজে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

এই দুনিয়াটা যেমন এমনিতে অস্তিত্ব লাভ করেনি, তদ্রূপ উদ্দেশ্যহীনভাবেও এই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়নি। মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দুনিয়া ও মানব সভ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ায় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঘোষণা করেছেন।

দুনিয়ায় মানবমণ্ডলী যাতে মহান স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়ে বিপথে চলে না যায় সেজন্যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী হিসেবে উলামায়ে কিরাম তথা মুসলিম স্কলারগণ সেই নবীওয়ালা দায়িত্বের ভার বহন করছেন। তাঁরাই যুগে যুগে মানবমণ্ডলী বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্যে তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দিকনির্দেশনা লিখনীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন। যেগুলোকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে গড়ে ওঠেছে নানান একাডেমিক ইন্‌স্টিটিউশন।

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে যতোটা প্রচার-প্রচারণা, বাক-বিতণ্ডা হয়, অন্য কোন ধর্মমত কিংবা মতাদর্শ ও অনুসারীদের নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ততোটা সরগরম নয়।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বাস্তবতার মানদণ্ডে যাচাই এবং নিরীক্ষার যুগ। যুক্তি প্রমাণ ও বিষয়জ্ঞান ছাড়া কারো বক্তব্য বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

এ প্রেক্ষিতে ইসলামী আইন সম্পর্কে বিশ্বের স্বীকৃত ব্যক্তিদের চিন্তা ও রচনাবলি বাংলায় প্রকাশ করার মাধ্যমে চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণের আশা করছি।

যতদিন আমাদের দেশে ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক অধ্যয়ন ব্যাপকতা না পাবে, ততোদিন এ সম্পর্কিত সামাজিক বিভ্রান্তির অপনোদন সম্ভব নয়।

ইসলামী আইনের কল্যাণ, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য জনসম্মুখে বিকশিত করতে হলে অবশ্যই আমাদের খোলা মনে উদার দৃষ্টিতে ইসলামের মর্মবাণী গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এ গ্রন্থে পরিবেশিত খ্যাতিমান মনীষীদের রচনাবলি ইসলাম সম্পর্কে জানার ও গভীরে পৌঁছার পথ দেখাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলি অনুধাবন ও অনুসরণের তাওফীক দিন। আমিন।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুখবন্ধ

সংবিধান, আইন ও নেতৃত্ব–এ তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে একটি রাষ্ট্রযন্ত্র কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সংবিধান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে, আইন রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কৃষ্টি-কালচার এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের পথ রচনা করে, আর নেতৃবর্গ রাষ্ট্রের সার্বিক কর্মযজ্ঞ তথা উন্নয়ন অগ্রগতিতে চালকের ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রের সার্বিক শক্তি সামর্থকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পৃক্ত করে। রাষ্ট্রের এ তিনটি মৌলিক বিষয়ে ইসলাম যে মূলনীতি দিয়েছে তা সবচেয়ে উন্নত, টেকসই এবং মানবতার কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়।

আইন সম্পর্কে যে কোন মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। কারণ ইসলাম মানুষের গোটা জীবনটাকেই এক ও অভিন্ন তাওহীদের ছাঁচে গড়ে তুলতে চায়। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল স. মানবজীবনের জন্য যে বাস্তবভিত্তিক জীবনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, এটাকেই বলা হয় ইসলামী আইন। ইসলামী আইন জীবনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সকল আইনের ক্ষেত্রেই ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি আদর্শ।

ইসলামী আইন সর্বজনীন ও সামগ্রিক। ইসলামী আইন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবনের সবকিছু পরিচালিত করে। প্রত্যেক মুসলমান তার সমগ্র জীবন ইসলামী আইনের আলোকে পরিচালিত করবে, এটাই ঈমানের দাবি। মুসলমানদের জন্য ইসলামী আইন শুধু শাস্ত্রীয় মতাদর্শিক বিষয় নয়, মুসলিম সমাজে ইসলামী আইন একটি প্রাণবন্ত চেতনা। ইসলামী আইন তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে প্রতিফলিত হয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বিগত প্রায় পনেরো শতাব্দি ধরে মুসলিমদের জীবন গঠন করে আসছে এবং এখনও করছে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং অবিভাজ্য আদর্শ। ইসলামে জাগতিক, রাজনৈতিক ও মাযহাবী মতপার্থক্য থাকলেও পারলৌকিক বিশ্বাস সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য নেই। কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম প্রথম দিনের মতোই সতত সজীব ও কার্যকর, যদি রাষ্ট্রযন্ত্র ইসলামী আদর্শকে পরিপালন করে এবং ইসলামী আইনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রযন্ত্র যদি ইসলামী আদর্শের লালন ও সুরক্ষা নিশ্চিত না করে, তাহলে ইসলামী আইন তার সর্বজনীন কল্যাণের প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। এ কথাই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ স. এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে–

الإسلام والسلطان إخوان توأمان لا يصلح واحد منها إلا لصاحبه، فالإسلام أس والسلطان حارس وما لا اس له يهدم وما لا حارس له ضائع.

"ইসলাম ও শাসনযন্ত্র একই মায়ের যমজ ভাই। একজনকে ছাড়া অন্যজন সঠিকভাবে চলতে পারে না।" ইসলামকে যদি একটি স্থাপনা মনে করা হয় তবে শাসনযন্ত্র হলো এর সুরক্ষা। কোন স্থাপনা যদি দুর্বল হয় সেটি যেমন ধসে পড়ে, তদ্রূপ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে যে কোন স্থাপনা লুটতরাজের শিকার হয়।" (জামিউল আহাদিস লিস সুয়ূতী; কানযুল উম্মাল)

মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কারণ হলো, তারা অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। যাদের উপর ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তারা উম্মাহর জীবনাদর্শের সুরক্ষা দেয়া তো দূরে থাক, নিজেদেরই রক্ষা করতে পারেনি। ফলে ইসলাম নামের প্রাসাদটিতে লুটেরা ও আগ্রাসীরা যে যার মতো করে বিকৃতি সাধন করেছে, দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ বদলে গেছে ইসলামের অবয়ব। অথচ মুসলিম উম্মাহ ছিল ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য; সেখানে এখন শতধা বিভক্তি, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতার জায়গাগুলো এখন মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত।

ইসলাম মানুষের গোটা জীবনটাকেই ইসলামী আদর্শে পরিচালনার দাবি করে। ইসলামী আইন ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠানের বিষয় নয়। ব্যক্তিগত জীবনের মতো সামাজিক জীবনে ইসলামের বিধান পালনের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সমাজ থেকেই ব্যক্তি ইসলামী অনুশাসন পালনে উৎসাহিত হয় এবং অনুপ্রেরণা লাভ করে। সামাজিকভাবেই মানুষ কল্যাণকর কাজকর্মের প্রতি উজ্জীবিত হয়, যার ফলে প্রত্যেক নাগরিক সুখী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথাটাই ঈসা আ. বলেছেন– "একটি সমাজে যখন আল্লাহর বিধান প্রতিপালিত হয় তখন আসমান সেখানে বরকত বর্ষণ করে, আর যমীন তার গর্ভে থাকা সকল সম্পদ ভাণ্ডার উগড়ে দেয়।"

মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.

"তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"

(সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮)

কুরআন নবী রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলেছে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশমতো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও মানুষকে পথনির্দেশের জন্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইসলামকে জাগতিক জীবনে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার জন্যে প্রেরণ করা হয়নি; বরং বিজয়ী হওয়া ও প্রভাবিত করার জন্যেই ইসলাম দুনিয়াতে এসেছিল। মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

"আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লোহা দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।"

(সূরা আল-হাদীদ : আয়াত ২৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

هُوَ الَّذِيَ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ, সব দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"

(সূরা আস-সাফ্ফ : আয়াত ৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ. "বিধান শুধু আল্লাহর।"

(সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪০)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ "জেনে রাখ, সৃষ্টি যার আইনও তার।" আল্লাহ তাআলার দেয়া আইন অগ্রাহ্য করে যারা অন্য আইন প্রতিপালন করে তাদের আল্লাহ জালেম, কপট ও বিরুদ্ধাচারী ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ .. فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ... فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারাই বিরুদ্ধাচারী... তারাই জালিম... তারাই ফাসিক।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪, ৪৫, ৪৭)

উপরের নির্দেশগুলোতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে, ইসলামের মৌল দাবিগুলোর অন্যতম একটি হলো ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন পালনের দায়িত্ব বর্তাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর এবং রাষ্টের আইন ইসলামের নীতি আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হবে। এমনটি যেখানে অনুপস্থিত সেখানকার সমাজ নামে মুসলিম হলেও বাস্তবে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত। ফলে ইসলামী সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও বরকত থেকে সে সমাজ বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, সে সমাজ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তারা শতধা বিভক্ত, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কলহে লিপ্ত হয়ে হীনবল এবং ক্ষয়প্রাপ্ত।

এমন স্ববিরোধিতা কিভাবে সম্ভব, কোন ভূখণ্ডের মানুষ এক আল্লাহতে বিশ্বাস করবে, অথচ প্রাত্যহিক কাজকর্মের মাধ্যমে তারা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করবে? তারা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর বিধান মান্য করবে, অথচ সামাজিক জীবনে আল্লাহর নাফরমানী করে অমুসলিম কাফেরদের অনুসরণ করবে?

কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না যতোক্ষণ সে জাতির সিংহভাগ মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সীসাঢালা ঐক্যের প্রাচীর রচনা না করে। একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতিরাষ্ট্র গঠনে অন্তত মৌলিক কিছু বিষয়ে দৃঢ় ঐক্য স্থাপন ছাড়া কাঙ্খিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়। মৌলিক বিষয়ে যদি কোন জাতি সুদৃঢ় ঐক্য গড়তে ব্যর্থ হয়, তবে সে জাতির সত্যিকার উন্নতি অগ্রগতি অসম্ভব। ঐক্যের অনুপস্থিতিতে অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব সংঘাত জাতিকে ভেতর থেকে ফোকলা করে ফেলবে, পারস্পরিক সংঘাত সংঘর্ষ জাতীয় শক্তি নষ্ট করে ফেলবে এবং গোটা জাতিটাই একসময় ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত হবে।

মুসলিম সমাজব্যবস্থা আল্লাহ ও রাসূল স.-এর দেয়া আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনে আমাদের প্রায় দুশ বছর অতিবাহিত হলেও এখনো সমাজের সৌন্দর্য এবং মূল্যবান যে উপাদানগুলো অক্ষুণ্ন আছে সবগুলোই ইসলামের অবদান ও ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ফল।

বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, আদর্শ ও মতবাদের প্রভাবে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাকার বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ঐক্যের বন্ধন যতোটুকু অবশিষ্ট আছে, এর সবটুকুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স.-এর প্রতি বিশ্বাসের অবদান। দেখা গেছে, আল্লাহ ও রাসূল স.-এর ব্যাপারে যখনই কোন দুরাচার অমর্যাদাকর কোন কিছু ঘটিয়েছে, তখন শত মতভেদ ভুলে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী ঐকতানে একই সারিতে একতাবদ্ধ হয়েছে। তদ্রূপ ইসলামের নামে বিভ্রান্ত উগ্র গোষ্ঠী যখন নির্বিচারে জিহাদের নামে মানুষ হত্যায় মেতে ওঠেছে, এ ক্ষেত্রেও দেশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলাম সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা ও চিন্তা গবেষণার অভাব রয়েছে। এখানকার শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম যতোটুকু আছে তা আধুনিক আইনের সাথে তুলনা করে ইসলামী আইনের সর্বজনীন কল্যাণ ও স্থিতিশীলতা প্রমাণের মতো প্রজ্ঞাবান গবেষক তৈরির জন্যে মোটেও সহায়ক নয়। তা ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী হওয়ার মতো উদ্ধুদ্ধকরণের কোন ব্যবস্থাও নেই। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম অনেকটাই গণ্ডিবদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা বেড়েছে; পঠন-পাঠনে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে, অগ্রসর চিন্তায় ভাটা পড়েছে, একটা বিরাট জনগোষ্ঠী ইসলাম থেকে একেবারেই দূরে সরে গেছে। তারা অজ্ঞতাজনিত কারণে ইসলাম সম্পর্কে যাচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে। ইসলাম ও এর মহান সৌন্দর্য জনসম্মুখে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের দক্ষ লোকের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলস্বরূপ গোটা জাতির মধ্যে তৈরি হয়েছে মূলবোধের প্রকট অভাব ও অনৈতিকতার দুষ্ট প্রভাব।

ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণকে উদ্ভাসিত করতে হলে জরুরী ভিতিত্তে বাস্তব শিক্ষার সমন্বয়ে ইসলামী স্কলার তৈরির জন্যে ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজানো,

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শরীয়া অনুষদ খোলা এবং শরীয়া অনুষদের অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী শিক্ষার সংস্কার করা সময়ের অপরিহার্য দাবি। নয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ এ মুসলিম জনপদ থেকে উগ্রবাদ, নাস্তিক্যবাদসহ ইসলাম সম্পর্কে সামাজিক অস্থিরতা দূর করা সম্ভব হবে না।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, অনৈতিকতার সয়লাবে গা ভাসিয়ে পাশ্চাত্যে হাহাকার শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা সভ্যতা বিনষ্টের আশংকা করছেন। ভোগবাদিতার গ্রাস থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষার জন্যে প্রতিদিন দলে দলে উচ্চশিক্ষিত মানুষ ইসলামের আদর্শে দীক্ষা নিয়ে আল্লাহ ও রাসূল স.-এর পরকালমুখী জীবনবিধান অনুশীলন করছে। অথচ আমরা প্রগতির মরীচিকায় ধ্বংসের চোরাবালিতে জাতিকে ঠেলে দিচ্ছি। ফলে জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ নৈতিকতাহীন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। জীবনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এমন প্রজন্ম যে কোন জাতি ও সমাজের জন্যে অত্যন্ত শংকা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আমাদের দেশের নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলিম। হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে এমন মানুষের সন্ধান পাওয়া কঠিন। এহেন অবস্থায় এখানে ইসলামী আইন সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণা উপেক্ষিত হবে, তা একেবারেই বেমানান এবং কুরআন ও সুন্নাহর ওপর বিশ্বাসের পরিপন্থী।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের দেশের পাঠ্যক্রম অনুসরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের মুসলিম স্কলার তৈরির সুযোগ কম। এক্ষেত্রে রয়েছে বিশাল শূন্যতা। আমাদের অনেকের মধ্যে এ শূন্যতার ধারণাটুকুও অনুপস্থিত। একটি মাত্র গ্রন্থে শূন্যতা পূরণের হঠকারী দাবি আমরা করবো না, তবে শূন্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার ক্ষুদ্র চেষ্টা হিসেবেই "বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায় ইসলামী আইন" শীর্ষক এই প্রকাশনা।

এই সংকলনে ইবনে খালদুন, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আবদুল কাদের আওদা, প্রফেসর আবু যাহরা, ড. মুস্তফা আহমদ যারকা, মাওলানা সাইয়্যেদ আবু হুমায়রা, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, মারুফ আদ-দাওয়ালিবীসহ মোট ৩৪ জনের ৪০টি রচনা ছাপা হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইবনে খালদুন থেকে একবিংশ শতাব্দির প্রফেসর খুরশীদ আহমদ পর্যন্ত বিশ্বের খ্যাতিমান মনীষীদের রচনার সমাহার ঘটানো হয়েছে। এর মধ্যে বহুল আলোচিত বৃটিশ প্রধান বিচারপতি আলফ্রেড ডেনিং, জর্জ হোয়াইটক্রস প্যাটন, ইটালির আইনবিদ ড. সি নালিনিও এর রচনাও রয়েছে।

আটটি অধ্যায়ের এ সংকলন দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমে ইসলামী আইনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা, আইন রচনার ভিত্তি ও উৎস, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। শেষের দিকে রয়েছে বিশ্বখ্যাত কয়েকজন মুসলিম মনীষীর অভিমত। সর্বশেষ সংযুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী আইনের রচনাবলির একটি তালিকা; যাতে ইসলামী আইনের তথ্যভাণ্ডার সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে।

সর্বশেষ একটি কথা না বললেই নয়, এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রায় সবগুলো রচনা অনেক পুরনো। দু চারটি রচনায় কালের ছাপও রয়ে গেছে, কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় আজও যে তাঁদের চিন্তাগুলো একান্তই প্রাসঙ্গিক, জীবন্ত ও অনুসরণীয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মোদ্দা কথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহকে যারা পুরনো বলে উপেক্ষা করেন আমরা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি। কুরআন ও সুন্নাহর নিরিখে রচিত এ মনীষীদের রচনাগুলো যে কোন উৎসাহী পাঠক ও গবেষকের জন্যে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সবগুলো রচনাই বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত। প্রত্যেক লেখকের বিস্তারিত পরিচিতি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কয়েকজনের পরিচিতি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইন্টারনেট-এ যাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে কেবল তাদের পরিচিতি প্রথম খণ্ডের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। যাদের পরিচিতি পাওয়া যায়নি কিন্তু রচনা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তাদের বিস্তারিত পরিচয় না পেলেও তাদের রচনা গ্রন্থিত করা হয়েছে।

সবদিক বিচারে এ কাজটি বাংলাভাষার ইসলামী তথ্যভাণ্ডারে ইসলাম সম্পর্কে কতোটুকু তথ্য সংযোজন করতে সক্ষম হবে, তা বিচারের ভার বিজ্ঞজনদের বিবেচনার ওপর রইলো। এ গ্রন্থের ভালোর সবটুকু আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলো সবই আমাদের অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা। গ্রন্থটি যদি বাংলা ভাষার ইসলামী তথ্যভাণ্ডারে সাদরে গৃহীত হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে সামান্যও ধারণা বৃদ্ধি করে, তাহলে আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

নিবেদক
শহীদুল ইসলাম
সদস্য সচিব
সম্পাদনা পরিষদ
ও
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
আইন ও আইনবিজ্ঞান

বিষয়	পৃষ্ঠা
আইন কাকে বলে?	**২৭**
আইন ও আইনের দর্শন	**৩১**
১. আধুনিক আইনদর্শন	৩২
আইন বিজ্ঞানের উন্নয়নে আধুনিক দর্শন	৩৩
জন অস্টিন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞা	৩৭
আইনের সামাজিক দর্শন	৩৯
আইনের সংজ্ঞা	৪০
আইনের দর্শন	৪২
মানবিক আইনের দর্শন	৪৩
আমাদের আধুনিক আইনদর্শন	৪৬
আইন-দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৪৯
স্থায়ী ও বিবর্তনশীল আইন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা	৫০
আদর্শিকতা ও বাস্তববাদের দাবি	৫১
ব্যক্তি ও সমাজের দাবি	৫২
আন্তর্জাতিক আইন প্রসঙ্গ	৫৩
আইনের আধুনিক চিন্তাগোষ্ঠী	**৫৫**
জন অস্টিন এবং পজিটিভ চিন্তাগোষ্ঠী	৫৭
ক. আইনশাস্ত্রের মূলভিত্তি	৫৮
খ. আইনশাস্ত্রের পথ ও পদ্ধতি	৫৯
গ. আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক	৬০
কুলসন ও আইনশাস্ত্র	৬২
ঐতিহাসিক চিন্তাগোষ্ঠী	৬৫
ব্যবহারিক চিন্তাগোষ্ঠী	৬৭
তাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী	৬৮
সমাজতন্ত্রে আইনের ধারণা	**৭১**
মার্কসের দৃষ্টিতে আইনের ধারণা	৭১
সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় আইন	৭৩
১. সোভিয়েত রাশিয়ার আইনি চিন্তাধারা	৭৪
বিষয়	পৃষ্ঠা
২. আইনের প্রতিষ্ঠা	৭৪
৩. বিপ্লবী চেতনাকে বৈধতা প্রদান	৭৫
৪. সামাজিক পদক্ষেপ	৭৫
৫. আইনের ওপর রাজনীতির প্রভাব	৭৭
রাশিয়ার বাইরে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা	৭৮
গ্রন্থপঞ্জি	৭৯
আইন ও ধর্ম	**৮১**
সত্য ও সততার মূলনীতি	৮২
আইন ও সততা	৮৩
অঙ্গীকার পূরণ করা	৮৬
শাব্দিক খুঁটিনাটি	৮৭
ন্যায় ও ইনসাফ	৮৮
আদালতের দায়িত্ব	৮৯
দুর্নীতি দমন	৯০
ব্যক্তির কর্তব্য	৯১
ব্যক্তি ও দল	৯২
সংবিধানের ভিত্তিপ্রস্তর	৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী আইনের দর্শন

ইসলামী আইন	**৯৬**
আইন ও জীবনাদর্শের পারস্পরিক সম্পর্ক	১০০
জীবনব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তি	১০১
ইসলামী জীবনব্যবস্থার উৎসসমূহ	১০১
ইসলামের জীবনাদর্শ	১০২
সত্যের মৌলিক ধারণা	১০৩
'ইসলাম' এবং 'মুসলিম' এর অর্থ	১০৪
মুসলিম সমাজের তাৎপর্য	১০৪
শরীয়তের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ	১০৫
শরীয়তের সর্বজনীনতা	১০৮
শরয়ী আদর্শের অবিভাজ্যতা	১০৮

বিষয় পৃষ্ঠা

শরীয়তের আইনসংক্রান্ত অংশ ১১১
ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ১১২
ইসলামী আইনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং তার ক্রমবিকাশ ১১৫
ইসলামী আইনের দার্শনিক ভিত্তি ১১৯
আধুনিক আইনের বিবর্তন ১২১
শরীয়তের বিবর্তন ১২২
শরীয়ত ও মানবরচিত আইনের মৌলিক পার্থক্য ১২৪
ইসলামী শরীয়ত মানবরচিত আইন থেকে তিনটি বিষয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন .. ১২৫
ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিসমূহ ১৩৩
সাম্যতত্ত্ব ১৩৫
নারী-পুরুষের সাম্যতত্ত্ব ১৩৭
স্বাধীনতাতত্ত্ব ১৩৯
চিন্তার স্বাধীনতা ১৪০
আকীদা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ১৪৩
বাক-স্বাধীনতা ১৪৬
শুরা বা পরামর্শসভা তত্ত্ব ১৫২
শাসকের ক্ষমতা সীমিতকরণ তত্ত্ব ১৫৭
ইসলামের আইন ব্যবস্থা ১৬৫
আইনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ১৬৫
ইসলামী দেশসমূহে বিদেশী আইন ১৬৭
আইন, ঈমান-আকীদা ও মতাদর্শ ১৬৮
দেশীয় আইন, তার ক্ষতিকর প্রভাব ও ফলাফল ১৬৯
মিসরীয় আইন সাম্রাজ্যবাদের সেবক ১৭১
মিসরে মদ ও ব্যভিচার হালাল ১৭২
নাগরিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা ১৭৩
আইন কখন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে? ১৭৪
আইনের শ্রেণিবিভাগ ১৭৫
মানবরচিত আইন ও খোদায়ী আইন ১৭৫
শরয়ী আইনের বৈশিষ্ট্যাবলি ১৭৬
ফরাসি বিপ্লব ও ইউরোপীয় আইন ১৭৯

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসলামী দেশসমূহের জন্য পাশ্চাত্যের আইন ক্ষতিকর কেন? ১৮৩
মুসলমানদের পতন শরীয়ত অনুসরণের কারণে হয়নি
বরং শরীয়ত পরিত্যাগের কারণে হয়েছে ১৮৫
মানবরচিত আইনের অগ্রহণযোগ্যতা ও তার যুক্তি-প্রমাণ ১৮৭
শরীয়ত বহির্ভূত আইন বাতিল হওয়ার দলীল ১৯২
মিসরীয় আইনের অগ্রহণযোগ্যতা ১৯৫
পাশ্চাত্য আইনের প্রভাব ১৯৬
মিসরের অবস্থান ১৯৭
চিত্রের অপর দিক ১৯৮
মিসরে হারামসমূহ হালাল ২০০
দীনি শিক্ষার অনুপস্থিতি ২০৩
ইসলামের দায়ী'গণ নির্যাতনের শিকার ২০৩
শরিয়া আইনকে পাশ কাটানো ২০৪
মিসরের গোলামির কারণ ২০৫
ইসলামী আইন ও সমাজব্যবস্থা ২০৯
মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি : শরীয়ত তথা আল্লাহর আইন ২১৭
উম্মাহর আমীর ২২৫
ফৌজদারী আইন ২৩৫
শরীয়তে উত্তরাধিকার ২৩৭
ইসলামের বিচারব্যবস্থা ২৪৭
প্রাক ইসলাম যুগে বিচারব্যবস্থার ধরন ২৪৮
(১) গোত্র-প্রধান ২৪৯
(২) পঞ্চায়েত ২৪৯
(৩) জ্যোতিষী ২৪৯
(৪) আররাফ বা বিচক্ষণ প্রমাণের উপায় ২৫০
(২) বিচক্ষণতা ২৫০
(৩) শপথ করানো ২৫০
(৪) লটারি ২৫০
ইসলামের বিপ্লবাত্মক বিচারব্যবস্থা ২৫১
নবী যুগে বিচারব্যবস্থা ২৫২
(১) প্রমাণ ২৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা

(২) কসম ২৫৫
(৪) কেয়াফা বা লক্ষণ জ্ঞান ২৫৬
(৫) বিচক্ষণতা ২৫৬
(৬) কসম খাওয়ানো........ ২৫৬
খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিচারব্যবস্থা........২৫৯
বিচারক পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা........২৬২
আদালতের শিষ্টাচার ও নিয়মবিধি ২৬৫
বিচারক পদের গুরুত্ব এবং তার আবেদন........ ২৬৮
বিচারক নিয়োগের অধিকার........২৭২
বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য........ ২৭৩
সাক্ষ্যবিধি ২৭৬

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী আইনের উৎস

ইসলামী আইনের উৎস........ ২৮২
ফিকহী বিধানের প্রকার ২৮৩
ইসলামী ফিক্‌হ বস্তুগত ও জাগতিক সেই সাথে আত্মিক........ ২৮৪
শরীয়তের বিধিবিধানের দুটি দিক........ ২৮৬
বিচার ও মুফতীর কাজের ক্ষেত্র ২৮৬
ইসলামী ফিকহ ও বিধিবিধানের উৎস ও সূত্র........ ২৮৮
প্রথম উৎস : আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ ২৮৮
দ্বিতীয় উৎস : সুন্নত ২৯১
তৃতীয় উৎস : ইজমা বা ঐকমত্য ২৯৩
ইজমার প্রকারভেদ........২৯৪
ইজমা কাউলী........২৯৫
ইজমা সুকূতী ২৯৫
ইজমা' সংঘটন ২৯৫
চতুর্থ উৎস : কিয়াস ২৯৬
কিয়াসের কয়েকটি নমুনা........ ২৯৮
শেষকথা........৩০১
প্রাসঙ্গিক ও পরোক্ষ কতক উৎস........ ৩০২
ইসতিহসান কিয়াসী........ ৩০২

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসতিহসানু জরুরাত ৩০৬
ইসতিহসানের আরো দুটি প্রকার........৩১০
ইসতিহসানু সুন্নাত (استحسان سنت)........৩১০
ইসতিহসানু ইজমা (استحسان اجماع) ৩১০
শরঈ উদ্দেশ্যাবলি ৩১৭
শরঈ উদ্দেশ্যাবলির প্রকারভেদ........৩১৭
মাকাসিদ জরুরিয়্যা (مقاصد ضرورية) ৩১৮
মাকাসিদ হাজিয়্যা (مقاصد حاجية)........৩১৮
মাকাসিদ কামালিয়্যা (مقاصد كمالية) ৩১৯
মাসালিহ মুরসালা-এর ভিত্তিতে বিধানাবলির প্রকার........৩২০
আল্লামা ইবনে আবেদীনের বক্তব্য........৩২২
মাসালিহ মুরসালা ও শরঈ দলিল প্রমাণে মোকাবেলা........৩২৪
ইসতিহসান ও ইসতিসলাহ-এ দুটোর বৈপরীত্য মোকাবেলা ৩২৫
ইসতিহসান ও ইসতিসলাহ–চার ইমামের দৃষ্টিতে ৩২৭
ইসতিসলাহ-এর প্রকার কিয়াস আম ৩৩০
কিয়াস খাস (قياس خاص) ৩৩০
কিয়াস আম (قياس عام) ৩৩০
উরফ (عرف) ৩৩১
উরফ-এর মর্যাদা ও অবস্থান ৩৩২
উরফ বিবেচ্য হওয়ার পক্ষে শরঈ দলিল........৩৩৩
ইসলামী ফিকহে উরফ-এর বিশেষ অবস্থান........৩৩৩
কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মূলনীতি........৩৩৪
উপসংহার ৩৩৫
ইসলামী আইন ও তার ভিত্তি........৩৩৭
(১) কুরআন মাজিদ........৩৪০
(২) সুন্নাত ২৪৩
(৩) খোলাফায়ে রাশেদার কর্মকাণ্ড ৩৪৪
(৪) মুসলিম শাসকদের কর্মকাণ্ড........৩৪৫
(৫) ফিকহবিদদের মতামত ৩৪৫
(ক) ইজমা ৩৪৫
(খ) কিয়াস (যুক্তি) ৩৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৬) সালিশ বা বিচারকদের ফায়সালা	৩৪৮
(৭) সরকারি নির্দেশাবলি	৩৪৯
(৮) রীতি ও প্রচলন	৩৪৯
ইসলামী আইনে হাদীসের অবস্থান	**৩৫৩**
প্রথম খলীফা	৩৫৫
হযরত উমর রা.	৩৫৮
হযরত উসমান রা.	৩৬০
হযরত আলী রা.	৩৬০
হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.	৩৬১
ইমাম আবু হানীফা রহ.	৩৬২
ইমাম মালিক রহ.	৩৬২
ইমাম শাফেঈ রহ.	৩৬৩
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.	৩৬৩
উরফ ও ইসলামী আইন	**৩৬৭**
উরফ কী?	৩৬৭
উরফ : গ্রহণ ও রদ করার মূলনীতি	৩৬৮
প্রথম অধ্যায়	৩৬৯
উরফ সম্পর্কে আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর সাথে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতপার্থক্য	৩৭১
উরফে ‘আম দ্বারা কী বোঝানো উদ্দেশ্য?	৩৭১
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৭২
আলোচনার সারকথা	৩৭৪

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী আইনের ইতিহাস

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামী আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি	**৩৭৮**
ইসলামী আইন ও তার ক্রমবিকাশ	৩৭৮
রোমান আইন আল্লাহর আইন দ্বারা প্রভাবিত	৩৮২
এরিস্টটল	৩৮২
সাসরু	৩৮৩
গায়ুস	৩৮৩
জাস্টিনিয়ান	৩৮৩
ক্রিশ্চান টমেসিস	৩৮৩
আল্লাহর আইন ও নবী-রাসূলগণের কর্মপন্থা	৩৮৫
মুহাম্মদী শরীয়ত	৩৮৯
আরবে প্রচলিত আইন-কানুনের ব্যাপারে রাসূল স.-এর কর্মপন্থা	৩৯০
অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের জন্য	৩৯২
কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এর প্রমাণ	৩৯৩

ফিকহ ও ফিকহের মূলনীতি

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম	৩৯৭
দ্বিতীয় : ফিকহ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন	৩৯৮
ফিকহের মাযহাবসমূহ	৩৯৯
তৃতীয় : উসূলে ফিকহ	৪০৬
উসূলে ফিকহ প্রণয়ন	৪০৯
ইসলামী ফিকহ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	**৪১৩**
ফিকহের উৎস	৪১৪
কিতাবুল্লাহ	৪১৪
হাদীসে রাসূলে আকরাম স.	৪১৫
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের ইজতিহাদী ফাতওয়াসমূহ	৪১৬
মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবনে মতপার্থক্য ও তার কারণ	৪১৭
ফিকহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা	৪১৮
ফাতওয়ার অধিকারী সাহাবা ও তাবেঈন	৪২১
ফিকহ শাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস	৪২১
প্রথম ধাপ ইজতেহাদ সংকলনের ধাপ	৪২১
দ্বিতীয় ধাপ তাকলীদের পূর্ণাঙ্গতার যুগ	৪২২
তৃতীয় ধাপ একান্ত তাকলীদের যুগ	৪২২
ইসলামী আইনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ	**৪২৩**
ইসলামী ফিকহ (ব্যবহার শাস্ত্র)-এর ব্যাপ্তি ও অগ্রগতির সূচনা	৪২৩
ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন যুগ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলি	৪২৫
প্রথম যুগ	৪২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় যুগ	৪২৫
তৃতীয় যুগ	৪২৬
চতুর্থ যুগ	৪২৬
পঞ্চম যুগ	৪২৬
ষষ্ঠ যুগ	৪২৬
সপ্তম যুগ	৪২৬
ফিকহের প্রথম যুগ : নবুওয়তের যুগ	৪২৬
ইসলামী আইনের দ্বিতীয় যুগ : খিলাফতে রাশেদার শাসনকাল	৪৩২
রায় অর্থ	৪৩৩
বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪৩৪
ইসলামী আইনের তৃতীয় যুগ	৪৪২
প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত	৪৪২
আহলে হাদীস ও আহলে রায়	৪৪৩
ফিকহ ও রায়	৪৪৪
ইলম ও ফিকহ	৪৪৫
ইসলামী আইনের চতুর্থ যুগ	৪৪৫
দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধাংশ পর্যন্ত	৪৪৫
ইসলামী আইনের পঞ্চম যুগ	৪৫০
চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত	৪৫০
ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়া	৪৫০
১. গোষ্ঠীগত পক্ষপাত ও গোঁড়ামি	৪৫০
২. বিচারকের পদ	৪৫১
৩. বিভিন্ন মাযহাবের সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ	৪৫২
দলগত ও শূরাভিত্তিক ইজতিহাদ	৪৫৪
এ যুগের বৈশিষ্ট্য	৪৫৬
মাযহাব বিষয়ক বিতর্ক	৪৫৬
ইসলামী আইনের ষষ্ঠ যুগ : সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ‘আল-মাজাল্লা’ গ্রন্থের রচনাকাল-১২৮৬ হিজরী পর্যন্ত	৪৫৭
গ্রন্থের মূলপাঠ (Text) বা মতন লিখন	৪৫৮
এ যুগের কতিপয় বৈশিষ্ট্য	৪৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামী আইনের সপ্তম যুগ ; “আল-মাজাল্লা” প্রকাশ থেকে আজ পর্যন্ত	৪৬৩
প্রথম বৈশিষ্ট্য :	৪৬৩
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য	৪৬৩
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য	৪৬৩
(ক) “আল মাজাল্লার” প্রকাশনা	৪৬৩
(খ) আইন প্রণয়নের জন্য ক্ষেত্রকে ব্যাপ্তিদান ও তার কারণসমূহ	৪৬৬
ফিকহের পাশাপাশি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন	৪৬৭
(গ) বর্তমান যুগের প্রবণতা	৪৭০
ইসলামী আইনের সংকলন ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)	**৪৭৫**
ইসলামে বিবর্তনের নীতিমালা	৪৭৮
ইসলামী আইনের প্রাথমিক সংকলন	৪৮০
কুফায় ফিকহ শাস্ত্র	৪৮০
মদীনায় ফিকহের বিস্তার	৪৮৩
ইমাম আবু হানীফা রহ.	৪৮৮
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কর্মপদ্ধতি	৪৯৫
ফাতাওয়া আলমগীরী	**৫০৩**
রাজনৈতিক পটভূমি	৫০৪
ফাতাওয়া আলমগীরী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও পদক্ষেপ	৫০৯
এ ফাতাওয়ার বিন্যাস ও সঙ্কলন	৫১৩
ফাতাওয়া সংকলনে আলমগীরের আগ্রহ	৫১৪
ফাতাওয়ার সহায়ক গ্রন্থরাজি	৫১৫
যেসব ফিকহবিদ ফাতাওয়া আলমগীরী প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছিলেন	৫২০
উপমহাদেশে প্রাপ্ত অন্যান্য ফাতাওয়ার সাথে ফাতাওয়া আলমগীরীর তুলনা	৫২২
বিভিন্ন ভাষায় ফাতাওয়া আলমগীরীর তরজমা	৫২২
সূত্রসমূহ	৫২৪
এক নজরে মাজাল্লাহ আহকামে আদলিয়াহ	**৫২৫**
প্রণয়ন ও এর আইনী মর্যাদা	৫২৬
মাজাল্লাহর বিন্যাস ও মৌলনীতি	৫৩০
মাজাল্লাহর মৌলিক নীতিমালা	৫৩২
লেখক পরিচিতি	**৫৩৭**